সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত

বাণী

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর হোক

২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় দিন। এই দিনটি শুধু শোকের নয়, বরং আত্মমর্যাদা, অধিকার ও সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রতীক। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে যে জাতি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, বাঙালি জাতি সেই বিরল সম্মানেরই অধিকারী। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অকুতোভয় তরুণরা সেই দিন আত্মোৎসর্গ করেছিল। তাঁদের সেই ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভাষার অধিকার, আত্মপরিচয়ের দৃঢ় ভিত্তি এবং স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে একদিকে যেমন গভীর শোকের, অন্যদিকে তেমনই অসীম গৌরব ও প্রেরণার দিন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব, আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক। সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি, আর মাতৃভাষা সেই আত্মপরিচয়ের প্রধান বাহন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও চর্চায় আমাদের সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে অন্য ভাষা শেখা প্রয়োজনীয় হলেও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার কোনো অবকাশ নেই। অন্য ভাষার পাশিপাশি বাংলা ভাষাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেই আমাদের বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

ভাষা-সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয় ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগেই। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে পূর্ব বাংলায় ক্ষোভ তীব্রতর হয়। ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় এসে খাজা নাজিমুদ্দিন একই বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই রাজপথে নেমে আসে ছাত্রসমাজ, এবং পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। এভাবেই জন্ম নেয় অমর একুশে 'শহিদ দিবস'। ভাষা আন্দোলন স্পষ্ট করে দেয় যে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখণ্ডকে কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে একসূত্রে বাঁধা যায় না, যদি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আত্মপরিচয় উপেক্ষিত হয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ রোপিত হয়। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা এই তিনটি ঘটনা প্রবাহ একই সূত্রে গাঁথা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, তার পূর্ণতা আসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে।

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের মহান শহীদ দিবস নয়, সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সময়োপযোগী কূটনৈতিক উদ্যোগ। একুশ তাই আজ বিশ্ববাসীর কাছে ভাষাগত বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারের প্রতীক।

তাই মহান একুশে আমাদের জন্য শোকের, শক্তির ও গৌরবের দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে যেসব অকুতোভয় তরুণ মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

একুশ আমাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। একুশ মানে আত্মসচেতনতা, অধিকারবোধ এবং নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান। একুশ আমাদের শেখায় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে। আজও যখন স্বাধীনতার চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন একুশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন, দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রশাসনিক ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।